



148039 - ঈদ উদযাপনের পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি আশা করব, আপনারা একটি পরিবার কভাবে ঈদ পালন করতে পারে সে ব্যাপারে উপদেশে দিবেন। (আপনাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি দয়া করে এমন কিছু উল্লেখ করবেন না যে, কোন হারাম কাজ করবেন না; যমেন- অবাধ মলোমশোর স্থানে যাবেন না, সনিমো হলে যাবেন না ইত্যাদি...। এগুলো আদটো ঘটবে না)। মুমনিদের ঈদ যমেন হওয়া কর্তব্য সটোর কিছু উদাহরণ কি আপনারা পশে করতে পারনে? কি কিতং পরতায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারনে? স্বামী-স্ত্রী কি একত্রে বড়োত বরে হতে পারে এবং কোন এক স্থানে বসে মজাদার খাবার-দাবার খতে পারনে? আলমেগণ কভাবে ঈদের দিন পালন করে থাকনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদের দিনগুলো আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের দিন। এ দিনগুলোতে রয়েছে বিশেষ কিছু ইবাদত, কিছু শিষ্টাচার ও কিছু প্রথাগত অভ্যাস। যমেন:

১। গোসল করা:

কিছু কিছু সাহাবী থেকে গোসল করার আমলটি সহি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এক ব্যক্তি আলী (রাঃ) কে গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করল: "তনি বললনে: তুমি চাইলে তো প্রতিদিন গোসল করতে পার। সে বলল: না; যে গোসল আসলেই গোসল (অর্থাৎ যে গোসলের ফযলিত আছে)। তনি বললনে: জুমাবারের গোসল, আরাফার দিনের গোসল, কোরবানীর ঈদের দিনের গোসল এবং ঈদুল ফতিরের দিনের গোসল।"[মুসনাদে শাফয়েি (পৃষ্ঠা-৩৮৫), আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি' এ (১/১৭৬) বর্ণনাটকি সহি বলছেন]

২। নতুন পোশাকাদি পরে নিজেকে সুন্দর করা:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) বলনে: একবার উমর (রাঃ) রশমেরে তরী একটি জুব্বা; যা বাজারে বক্রিরি জন্য তোলা হয়েছিল;



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ জুব্বাট কি নিন; ঈদরে সময় ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় এটি পরবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "এটি এমন ব্যক্তির পোশাক যার কোন ভাগ বা অংশ নই (অর্থাৎ তাকওয়া ও সওয়াবের)।"[সহি বুখারী (৯০৬) ও সহি মুসলিম (২০৬৮)]

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদিসের শরিনোম দনে এভাবে: "দুই ঈদ ও দুই ঈদরে সময় নিজেকে সুন্দর করা সংক্রান্ত পরচ্ছদে"।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

এটি প্রমাণ করে যে, এ উপলক্ষগুলোতে নিজেকে সুন্দর করা তাদের মাঝে মশহুর ছিল।[আল-মুগনি (২/৩৭০)]

ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) বলেন: এ হাদিসটি ঈদরে জন্ম নিজেকে সুন্দর করার প্রমাণ বহন করে এবং মুসলমানদের মাঝে সঠি প্রথাগত অভ্যাস ছিল।[ফাতহুল বারী (৬/৬৭)]

শাওকানী (রহঃ) বলেন: ঈদরে জন্ম নিজেকে সুন্দর করা শরয়িতসম্মত হওয়ার পক্ষে এ হাদিসের দলিলি এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে জন্ম নিজেকে সুন্দর করার দৃষ্টিভিঙগিকে অনুমোদন করছেন। তিনি শুধু এ ধরণে পোশাক পরার ব্যাপারে আপত্তি করছেন। যহেতে সঠি রশেমেরে তরী ছিল।[নাইলুল আওতার (৩/২৮৪)]

সাহাবায়েরে যামানা থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত মানুষ এভাবে করে আসছে।

বাইহাকী সহি সনদে নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: দুই ঈদরে সময় ইবনে উমর (রাঃ) সর্বোত্তম পোশাক পরতেন।

তিনি আরও বলেন: ঈদরে এ সাজ গ্রহণেরে ক্ষেত্রে ঈদরে নামাযে গমনকারী ব্যক্তি ও ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তি; এমনকি নারী ও শিশু সকলেরে বধিান সমান।[ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৬/৬৮-৭২)]

কোন কোন আলমে বলছেন: কডে যদি ইতকিফ করে থাকে তাহলে তিনি ইতকিফেরে পোশাকে ঈদগাহে যাবনে এটি অসমর্থতি অভমিত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: ঈদরে সুন্দর হলে সুন্দর কাপড়চোপড় পরা; এক্ষেত্রে ইতকিফকারী কথিবা ইতকিফকারী নন সকলে সমান।[আসয়লি ওয়া আজওয়বি ফি সালাতলি ঈদাইন (পৃষ্ঠা-১০)]

৩। উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা:



সহি সূত্রে ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, "ঈদুল ফতিরের দিন তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন"। [যমেনটি এসছে 'ফারইয়াবি' রচতি 'আহকামুল ঈদাইন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮৩)]

ইবনে রজব হাম্বলি (রহঃ) বলেন:

মালকে বলছেন: আমি শুনছি আলমেগণ প্রত্যকে ঈদের সময় সাজসজ্জা করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

শাফয়েও মুস্তাহাব মনে করতেন।

[ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৬/৬৮)]

এ সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার নারীরা নিজদের বাড়ীতে স্বামীদের সামনে, মহলাদের সামনে কিংবা মাহরাম পুরুষদের সামনে করবেন।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (৩১/১১৬) এসছে:

সুন্দর কাপড় পরাধান, পরস্কার-পরচ্ছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল ফলো ও দুর্গন্ধ দূর করা ইত্যাদি ক্ষত্রে নামায়ে গমনকারী ও ঘরে অবস্থানকারী উভয়ে সমান। যহেতে এটি সাজসজ্জা করার দিন তাই সকলে সমান। তবে, এটি নারীদের ক্ষত্রে নয়।

নারীরা যদি বাহরিতে বের হয়: তাহলে তারা সাজসজ্জা করবে না। বরং সাধারণ পোশাকে বের হবে। সুন্দর পোশাক পরবে না। সুগন্ধি লাগাবে না। যাত করে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। বৃদ্ধ মহলা ও অসুন্দর মহলাদের ক্ষত্রেও একই বধান প্রযোজ্য। তারাও পুরুষদের সাথে ঘোঁঘোঁঁ করবে না। বরং পুরুষদের থেকে দূরে থাকবে। [সমাপ্ত]

৪। তাকবীর দয়ো:

ঈদুল ফতিরের সময় চাঁদ দেখার পর থেকে তাকবীর দয়ো সুনত। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "তিনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যি, তোমাদেরকে দকি-নর্দিশেনা দয়িছেন সতে জন্য 'তাকবির' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)।" [সূরা বাকারা ২: ১৮৫] সংখ্যা পূরণ করা হচ্ছে□ রোযার সংখ্যা পূরণ করার মাধ্যমে।

তাকবীর দয়োর সময় শেষে হবে ইমাম খোতবা দয়োর জন্য বের হওয়ার মাধ্যমে।

আর ঈদুল আযহার ক্ষত্রে: আরাফার দিন সকাল থেকে তাকবীর দয়োয়া শুরু হবে এবং তাশরকিরে সর্বশেষে দিন তথা ১৩ ই



যলিহজ্জে শেষে হবে।

৫। দেখা-সাক্ষাত:

ঈদরে সময় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখতে যতে কনন অসুবধি নহে। ঈদরে সময় এভাবে দেখা-সাক্ষাত করা মানুযরে অভ্যাসে পরণিত হয়েে।

কারো কারো মতে, ঈদগাহ থেকে ফরোর সময় ভনিন রাস্তা ব্যবহার করার বধিন দয়োর পছেনে এটাই গূঢ় রহস্য।

অধকিংশ আলমেরে মতে, ঈদরে নামাযে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফরিরে আসা মুস্তাহাব। জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বরণতি তনি বলনে: "ঈদরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পথে যতেনে অপর পথে ফরিতনে।"[সহহি বুখারী (৯৪৩)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) এর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে বলনে:

কারো কারো মতে, যাতে করে তাঁর জীবতি ও মৃত নকিটাত্মীয়দেরকে দেখে আসতে পারনে। কারো কারো মতে, যাতে করে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে পারনে।[ফাতহুল বারী (২/৪৭৩)]

৬। শুভচ্ছো জ্ঞাপন:

শুভচ্ছো জ্ঞাপন সটে যি কনন বধে ভাষায় হতে পারে। তবে, সর্ববোত্তম ভাষা হছে 'তাকাব্বালাহু মনিনা ও মনিকুম' (আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। কনেনা এটি সাহাবায়ে করোম থেকে বরণতি আছে।

জুবাইর বনি নুফাইর বলনে: ঈদরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীবর্গ যখন একজন অপরজনরে সাথে সাক্ষাত করতনে তখন বলতনে: 'তাকাব্বালাহু মনিনা ও মনিক' (আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনার নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/৫১৭) এ বরণনার সনদকে 'হাসান' বলছেনে।

মালকে (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি: ঈদগাহ থেকে ফরিরে এসে এক মুসলমি যদি অপর মুসলমিকে বলে: 'তাকাব্বালাহু মনিনা ও মনিক, ওয়া গাফারাল্লাহু লানা ও লাক' (আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনার নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। আল্লাহ্ আমাদরেকে ও আপনাকে ক্ষমা করে দনি) সটে কি মাকরুহ হবে? তনি বলনে: মাকরুহ হবে না।[আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (১/৩২২)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনে:



ঈদরে দিনি শুভছেছা জ্ঞপন হছে নামায পড়া শেষে একজন অপরজনকে বলবে: 'তাকাব্বালাহু মনিনা ও মনিকুম' (আল্লাহ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি) এবং "আহলাহুল্লাহু আলাইক" (আল্লাহ ঈদকে আপনার জীবনে পুনরায় ফরিয়ে আনুন) বা এ ধরণে কোন কথা। একদল সাহাবী থেকে এ ধরণে শুভছেছা বর্ণতি আছে যারা এভাবে করতেন। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলমেগণ এ ধরণে শুভছেছা জ্ঞপনে অবকাশ দিয়েছেন। কিন্তু আহমাদ বলেন: আমি শুরুতে কাউকে শুভছেছা জানাই না। যদি কেউ আমাকে শুভছেছা জানায় তখন আমি তাকে জবাব দই। কোনা শুভছেছার জবাব দয়ো ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে, শুরুতে শুভছেছা জানানো: এটি কোন নর্দিশেতি সুননাহ নয় এবং নর্দিধও নয়। যে ব্যক্তি তা করে তার পূর্বসূরি রয়েছে। যে ব্যক্তি করে না তারও পূর্বসূরি রয়েছে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/২৫৩)]

৭। বাড়তি খাবার-দাবারের আয়োজন:

বাড়তি খাবার-দাবার ও ভাল খাবার-দাবার খতে কোন অসুবিধা নই। সটো নজি বাসায় হোক কথি বা বাসার বাহরে কোন রস্টুরনেটে হোক। তবে, যে সব রস্টুরনেটে মদ সরবরাহ করা হয় কথি বা যে রস্টুরনেট মডিজকিরে ধ্বনতিে প্রকম্পতি এমন রস্টুরনেটে নয়। কথি বা যখনে বগোনা পুরুষেরো নারীদেরকে দেখতে পায় সখনেও নয়।

কোন কোন দেশে ক্বতেরে উত্তম হছে: স্থল ভ্রমণ বা নটো-ভ্রমণে বরে হওয়া। যাত করে ঐ স্থানগুলো থেকে দূরে থাকা যায় যখনে নারী-পুরুষেরে বপেরয়ো মলোমশো ঘটতে থাকে কথি বা শরয়ি বিধানগুলো লঙ্ঘনেরে মহোৎসব যখনে চলে।

নুবাইশা আল-হুয়াইলি (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তাশরকিরে দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরি দিন।" [সহি মুসলিমি (১১৪১)]

৮। খলো-ধুলা করা:

পরবারকে নিয়ে কোন স্থল ভ্রমণ বা নটো-ভ্রমণে যাওয়া, সুন্দর সুন্দর স্থানগুলো পরদির্শন করা বা এমন কোন স্থানে যাওয়া যখনে বই খলোধুলার ব্যবস্থা আছে□ এসবে কোন আপত্তি নই। অনুরূপভাবে মডিজকিমুক্ত নাশদি শুনতেও বাধা নই।

আয়শো (রাঃ) হতে বর্ণতি তিনি বলেন, "একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন তখন আমার নকিট দুটি বালিকা বুআছ যুদ্ধ সংক্রান্ত গান গাইছিল। তিনি বিছিনায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদকিে ফরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবু বকর (রাঃ) এসে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নকিট শয়তানেরে বীণ! তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দকিে মুখ ফরিয়ে বললেন, তাদের ছড়ে দাও। অতঃপর তিনি যখন অন্য দকিে ফরিলেন তখন আমি তাদের ইঙগতি করলাম, আর তারা বরিয়ে গলে।



এক ঈদরে দনি হাবশরি বর্শা ও ঢাল দিয়ে খলেছিল। তখন আমি নিজিে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম কিংবা তিনি নিজিে থেকে বলছিলেন: তুমি কি তাদের খলো দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পছিনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দলিনে যে, আমার গাল ছিল তার গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন: হে বনু আরফদি! তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাক। শেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন: তোমার কি দেখো শেষে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে চলো যাও।"[সহহি বুখারী (৯০৭) ও সহহি মুসলিম (৮২৯)]

অপর এক রোয়েয়াতে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দনি বলছেন: "যাতে করে ইহুদীরা জানে যে, আমাদের ধর্মে কিছু উদারতা রয়েছে। আমি উদার একশ্বেবরবাদী ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।"[মুসনাদে আহমাদ (৫০/৩৬৬), মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন এবং আলবানী 'সলিসলি সহহি' গ্রন্থে (৪/৪৪৩) হাদিসটির সনদকে 'জায়যদি' বলছেন]

ইমাম নববী (রহঃ) এ হাদিসের শরিনোম দিতে গিয়ে লেখেন: "ঈদরে দনিগুলোতে গুনাহ নহে এমন খলোধুলার অবকাশ দান শীর্ষক পরচ্ছদে"।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: এই হাদিস থেকে আমরা শখিতে পারি যে, ঈদরে দনিগুলোতে পরবার ও সন্তানদের জন্য উদার হওয়া শরিয়তে স্বীকৃত; নানাধি চিত্তবনিনোদনের ক্ষত্রে এবং শরীর থেকে ইবাদতের কষ্ট-ক্লেশে দূর করার ক্ষত্রে।

আরও শখিতে পারি যে, ঈদ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামী নদির্শনের অন্তর্ভুক্ত।[ফতাহুল বারী (২/৫১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এ ঈদে আরও যা করা হয়: মানুষ পরস্পর হাদিয়া বনিমিয় করে; অর্থাৎ তারা খাবার প্রস্তুত করে একে অপরকে দাওয়াত দিয়ে, তারা একত্রিত হয়, আনন্দ প্রকাশ করে। এগুলোতে কোন দোষ নহে। কেননা এ দনিগুলো ঈদ-উৎসবের দনি। এমনকি আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশে করলেন...গোটা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, (আলহামদু লিল্লাহ) বান্দাদের জন্য ইসলামি শরিয়তের সহজতা হল: ঈদরে দনিগুলোতে মানুষকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ আল-উছাইমীন (১৬/২৭৬)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে (১৪/১৬৬) এসছে যে:

ঈদরে দনিগুলোতে পরবার ও সন্তানদের জন্য নানা মাধ্যমে চিত্ত বনিনোদন দেওয়া এবং ইবাদতের ক্লান্তি ও ক্লেশ থেকে শরীরকে আরাম দেওয়ার ক্ষত্রে উদার হওয়া শরিয়ত স্বীকৃত। অনুরূপভাবে ঈদ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামী



নদির্শনরে অন্তর্ভুক্ত। ঈদরে দনিগুলাতে খলোধুলা করা বধৈ; সটো মসজদিরে ভতেরে হোক কথিবা মসজদিরে বাহরিে হোক।
যহেতে আয়শো (রাঃ) এর হাদসিে হাবাশার লোকদরে অস্ত্র নিয়ে খলোধুলা করা উদ্ধৃত হয়েছে।[সমাপ্ত]

ইতপূর্বে 36856 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা ঈদে সংঘটিত হওয়া ভুলত্রুটিগুলো উল্লেখ করেছি; সে উত্তরটি পড়তে পারনে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যনে আমাদের ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননে এবং আমাদেরকে ও
আপনাদরেকে দ্বীন ও দুনিয়ার যা কিছু কল্যাণ সে পথ দেখোন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।